কুষ্টিয়ায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে শেখ রাসেল দিবস উদযাপন

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য আয়োজনে শেখ রাসেল দিবস উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বুধবার (১৮ অক্টোবর) সকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে ‘শেখ রাসেল দীপ্তিময় নির্ভীক নির্মল দুর্জয়’- শীর্ষক প্রতিপাদ্যে আলোচনা সভা হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজার সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার এএইচএম আবদুর রকিব, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) শারমিন আক্তার, সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, জেলা শিশু একাডেমীর কর্মকর্তা মখলেসুর রহমান, কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাব (কেপিসি)’র সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব।

শেখ রাসেলের জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন শিশু-কিশোর প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এদিকে শেখ রাসেল দিবসে সকালে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বেলা ১১টায় দলীয় কার্যালয়ে শহীদ শেখ রাসেলে দিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারন সম্পাদক আজগর আলীসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

রিজার্ভ নিয়ে চিন্তিত হবার কিছু নেই : হানিফ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, ‘রিজার্ভ নিয়ে চিন্তিত হবার কিছু নেই। ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারী সরকার গঠন করে যাত্রা শুরু করেছিলাম। সেই সময় বাংলাদেশের বিজার্ভ ছিলো- এক বিলিয়ন ডলারের নীচে। এখন সেই রিজার্ভ আমরা নিয়ে গিয়েছিলাম ৪০ বিলিয়ন ডলারের উপরে। ২ বছর করোনাকালীন মহাদুর্যোগ কাটিয়ে এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে যেখানে সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দা যাচ্ছে, যার প্রভাবে কিছুটা প্রভাব বাংলাদেশের উপরেও আছে।

বুধবার সকালে “গৌরবের এক যুগ পেরিয়ে,এসো মিলি প্রানের স্পন্দনে” শ্লোগানকে ধারণ করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ১২তম দিবস পালনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদেয়ার প্রাক্কালে হানিফ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।

সংকট কাটিয়ে উঠতে আমাদের অনেক বিনিয়োগ করতে হয়েছে আমদানি করতে হয়েছে। এতে রিজার্ভ কিছুটা কমে আসছে। কিন্তু এখন যা আছে তাতে রিজার্ভ নিয়ে শংকার কিছু নেই। ইতোমধ্যে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের পর্যবেক্ষন থেকে প্রত্যেকেই বলেছেন সংকট কাটিয়ে বাংলাদেশের রিজার্ভ যে পর্যায়ে আছে তাতে এখন পর্যন্ত স্বস্তিদায়ক অবস্থায় আছে, এটি নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই’।

এসময় হানিফ বৈদেশিক ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে বলেন, ‘বৈদেশিক ঋন বিষয়ে পৃথিবীর আরও অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান ভালো। ঋণ পরিশোধে বাংলাদেশ আজ পর্যন্ত ঋনের যে পে-ব্যাক তাতে কখনও খেলাপী হয়নি’।

হানিফ আরও বলেন, ‘বিএনপির দুই শীর্ষ নেতা হলেন- বেগম খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমান, দু’জনেই দন্ডপ্রাপ্ত। এরকম একটা দলকে কোন মানুষ গ্রহন করবে? এইটা বিএনপি জানে যে তাদের জয়লাভের কোন সুযোগ নেই। সেকারণেই নানা তালবাহানা দেখিয়ে বিএনপি নির্বাচন থেকে দুরে থাকছে’।

এসময় সেখানে জেলা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ও মেডিকেল কলেজের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের ট্রেন চালু হয়ে গেছে: ইনু

সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের ট্রেন চালু হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রীক দল-জাসদের সভাপতি ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি।

তিনি বলেন, সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচনের ট্রেন আগামী দ্বাদশ নির্বাচন চালু হয়ে গেছে। রাজপথে দখল বেদখলের খেলায় মেতে থাকলে নির্বাচনের ট্রেন ষ্টেশনে পৌঁছে যাবে। বিএনপিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে রাজপথে থাকবে না নির্বাচনে ট্রেনে উঠবে। বিএনপি দেশী বিদেশের গায়েবী শক্তির উপর আশা করে রাজপথে বসে থাকবে তারা নির্বাচনের ট্রেন ফেল করবে।

আজ বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার নাজমুল উলুম সিদ্দিকীয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার চারতলা ভিত বিশিষ্ট চারতলা একাডেমিক ভবনের শুভ উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি স্বপ্ন দেখছেন সরকার দখলের যে চেষ্টা চলছে সেটা বাংলাদেশের জনগণ প্রতিহত করবে। ৭১’র খুনি, ৭৫’র খুনি, ২১শে আগষ্টের খুনের ঠিকাদার হচ্ছে বিএনপি। বিএনপি গণতন্ত্র নিয়ে চিৎকার করে জঙ্গী ও রাজাকারদেরকে পুনরায় তাদেরকে আবারও রাজনৈতিক মাঠে আনতে চায়।

বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে তিনি জাসদের এই নেতা আরও বলেন, অতিতে যারা জঙ্গী সন্ত্রাসীদের সাথে জড়িত, আগুন সন্ত্রাস, ২১ আগষ্ট ভয়াবহ খুনের সাথে জড়িত ছিল এবং মামলা থাকায় তাদের বিচার কার্য করার আটক করছে পুলিশ। বিএনপির সাধারণ কর্মী বা কোন নেতাকর্মীকে হয়রানী করা হচ্ছে না।

এ সময় জেলা জাসদের সভাপতি গোলাম মহসিন, মিরপুর উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আহম্মেদ আলী, মিরপুর পৌরসভার মেয়র হাজী এনামুল হক, মিরপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি)হারুন অর রশীদ,মিরপুর

উপজেলার নাজমুল উলুম সিদ্দিকীয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ছালেহ উদ্দিনসহ জাসদের নেতাকর্মীরা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে শেখ রাসেলের ৬০ তম জন্মদিন পালন

জীবননগরে শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মদিন পালিত হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ৯টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসন ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের আয়োজনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ রাসেল এঁর ৬০তম জন্মদিন ও শেখ রাসেল দিবস
- ২০২৩ উপলক্ষে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বর্ণাঢ্য র্যালি, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জীবননগর উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি তিথি মিত্রর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান,জীবননগর পৌরসভার মেয়র রফিকুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ইশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকি, জীবননগর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে নানা আয়োজনে শেখ রাসেল দিবস উদযাপন

“শেখ রাসেল দীপ্তিময় নির্ভীক নির্মল দুর্জয়” এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে র্যালী আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ এর মধ্যদিয়ে উদযাপন করা হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এর ৬০তম জন্মদিন ও শেখ রাসেল দিবস।

দিবসটি পালন উপলক্ষে সকাল ১০ টার সময় উপজেলা পরিষদ চত্বরে স্থাপিত শেখ রাসেলের প্রতীকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর আলী,উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আসাদুজ্জামান, আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: তৌফিক আহমেদ, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা মিরাজুল ইসলাম, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিন, উপজেলা প্রকৌশলী খালিদ হাসান, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিন, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির সভাপতি মতিউর রহমান মতিন।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে উপজেলা পরিষদের আয়োজনে,উপজেলা পরিষদের মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র থেকে শেখ রাসেল দিবস পালনের জাতীয় অনুষ্ঠান প্রজেক্টর এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। পরে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপজেলার কর্মকর্তা কর্মচারী, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ

মেহেরপুর জেলা যুবলীগ ও পৌরসভার পক্ষ থেকে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়েছে। আজ বুধবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে এই পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, যুগ্ন আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মেহেরপুর পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন সহ বিভিন্ন নেতাকর্মীরা অবস্থিত ছিলেন।

শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ শেষে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন শেখ রাসেল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুব আদরের সন্তান ছিল বঙ্গবন্ধু যেখানেই যেতো শেখ রাসেলকে সেখানেই নিয়ে যেত এবং প্রতিটা বিষয়ে সে বঙ্গবন্ধুকে ছোট থেকে ফলো করে আসছিল আমরা অনেক ভিডিও ফুটেজে দেখেছি। আজকে যদি শেখ রাসেল বেঁচে থাকতো হয়তো দেশের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সে পালন করত। আমরা তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে বেহেস্তে নসিব করে এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান তাদেরকে দেয় সেই দোয়া করি।

এ সময় তিনি আরো বলেন শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা যুবলীগ ও মেহেরপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে কর্মসূচি বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়ে।

আওয়ামীলীগ সরকার ও আইনশৃঙ্খলা

রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ পায়নি কানাডার আদালত

বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগ, তার অঙ্গসংগঠন যুবলীগ, র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) এবং পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে কানাডায় ২০১৯ সালের মার্চে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চান বুরহান উদ্দিন শিকদার মাসুদ নামে একজন বাংলাদেশি। তবে তার শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চাওয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল কানাডার শরণার্থী সুরক্ষা বিভাগ (আরপিডি)। অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্যতা না থাকায় সেটি প্রত্যাখান করা হয়। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করলেও মাসুদ আদালতকে যথাযথ প্রমাণ দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় কানাডার ফেডারেল আদালত তা খারিজ করে দিয়েছেন। গত ১২ অক্টোবর মামলা খারিজ করে রায় প্রকাশ করে কানাডার ফেডারেল আদালত।

মামলার রায়ে বলা হয়, বুরহান উদ্দিন শিকদার মাসুদের অভিযোগগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেনি আরপিডি। যার প্রেক্ষিতে মাসুদ শরণার্থী আপিল বিভাগে (আরএডি) আবেদন করেন। আপিল করার পরে, তিনি তার পক্ষে নতুন প্রমাণ দাখিল করার চেষ্টা করেছিলেন। আরপিডির তদন্তকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন মাসুদ। আরএডি নতুন প্রমাণ গ্রহণ করেনি কারণ সেগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি এবং আপিলটি খারিজ করে দেওয়া হয়।

ফেডারেল আদালতের নথিতে বলা হয়, মাসুদ তার আপিল খারিজের বিরুদ্ধে বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার বিষয়ে বেশ কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। এগুলোকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পার- মূল নথিগুলো দেখার জন্য আরএডির অনুরোধের ন্যায্যতা; নতুন প্রমাণ গ্রহণ না করার এবং মৌখিক শুনানি না করার আরএডির সিদ্ধান্তের চ্যালেঞ্জ এবং আরএডির বিশ্বাসযোগ্যতার তদন্তের চ্যালেঞ্জ।

কানাডার ফেদারেল আদালতের বিচারক সাদ্রেহাশেমী রায়ে বলেন, ‘মাসুদ আমাকে সন্তুষ্ট করেননি যে আরএডির প্রক্রিয়াটি অন্যায্য ছিল বা নতুন প্রমাণ এবং বিশ্বাসযোগ্যতার উপর এর মূল অনুসন্ধানগুলো অযৌক্তিক। প্রাপ্তকারণগুলোর উপর ভিত্তি করে, আমি বিচার বিভাগীয়

পর্যালোচনার আবেদনটি খারিজ করে দিচ্ছি।

রায়ে বলা হয়, মাসুদ বাংলাদেশের নাগরিক। তার অভিযোগ, তার বাবা-মা ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে তার মায়ের বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে সমাবেশ আয়োজনে জড়িত ছিলেন। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে মাসুদ অভিযোগ করেন যে, আওয়ামী লীগ তার পিতামাতার বিরুদ্ধে বিএনপি সমর্থন এবং সরকার বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছে। মাসুদ বলেন, ২০১৮ সালের জুলাই মাসে তার বাবা আওয়ামী লীগকে দাবি করা টাকা দিতে অস্বীকার করায় তার ওপর হামলা চালানো হয় ‘

এর পরের মাসে মাসুদ স্টুডেন্ট ভিসায় কানাডায় আসেন। কানাডায় আসার পর থেকে তার বাবা-মাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তার বাবাকে অপহরণ করা হয়েছে এবং যুবলীগের সদস্যরা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছে। মাসুদ আরও দাবি করেছেন যে, পুলিশ তার মাকে ডেকে নিয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল।

মাসুদ ২০১৯ সালের মার্চ মাসে কানাডায় শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় দাবি করেছিলেন। ২০২০ সালের ১৭ ডিসেম্বর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তার শরণার্থী দাবির শুনানি হয়। শুনানির পরে, আরপিডি পুলিশ এবং আদালতের নথিগুলোর মূল কপি দেখতে চাওয়া হয়। তবে তদন্তে সেই মূল কপিগুলো কম্পিউটারে এডিট করে বানানো বলে মনে হয়। যার ফলে আরও প্রমাণ এবং এই সংক্রান্ত নথি তার কাছে চাওয়া হয়। মাসুদ আরপিডিকে মূল তথ্য সরবরাহ করেছিলেন এবং এই বিষয়ে আরও প্রমাণ এবং উপস্থাপনা দাখিল করেছিলেন। আরপিডি ২০২১ সালের জুনে তার শরণার্থী আশ্রয় দাবি প্রত্যাখ্যান করে। কারণ তার সরবরাহ করা পুলিশ এবং আদালতের রেকর্ডগুলো জালিয়াতি বলে মনে করে আরপিডি এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মাসুদের অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

এরপর ২০২১ সালের জুন মাসে মাসুদ আরপিডির বাতিল করা আবেদনের বিরুদ্ধে একটি আপিল আরএডি’র কাছে দায়ের করেন। মাসুদের আইনজীবী নতুন প্রমাণ এবং আপিলের উপর আইনী উপস্থাপনের জন্য অতিরিক্ত সময়ের জন্য বেশ কয়েকটি অনুরোধ করেছিলেন। আরএডি এই অনুরোধগুলো মঞ্জুর করেছে। আরপিডির মতো, আরএডি প্রাথমিকভাবে আরপিডিতে জমা দেওয়া কিছু নথির মূল এবং আরএডিতে দায়ের করা নতুন প্রমাণের মূল কাগজ দেখার জন্য অনুরোধ করেছিল। তবে আপিলের সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে মাসুদ কোন মূল কাগজ জমা দেননি।

আরএডি ২০২২ সালের ২১ শে মার্চ আপিলটি খারিজ করে দেয়। আরপিডির মতো, আরএডি দেখতে পেয়েছে যে মাসুদ তার দাবি প্রমাণ করতে জালনথি জমা দিয়েছিলেন।

সর্বপ্রথম ২০১৭ সালে মোহাম্মাদ জুয়েল হোসেন গাজী নামে ঢাকার মিরপুরের স্বেচ্ছাসেবক দলের একজন কর্মীর কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন নাকচ হওয়ার পর কানাডার ফেডারেল কোর্টে রিভিউর আবেদনে বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন বলা হয়। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে বিএনপির কর্মী হিসেবে মো. মোস্তফা কামাল নামে এক ব্যক্তি আশ্রয় চাইলে দ্বিতীয় দফায় বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। একই বছরের অক্টোবরে মাসুদ রানা এরপর ২০২২ সালে ছাত্রদল কর্মী সেলিম বাদশার অভিবাসন নাকচ করার সময়ও বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন উল্লেখ করেন কানাডার আদালত।

সর্বশেষ গত ১৫ জুন মোহাম্মদ জিপসেদ ইবনে হক নামে এক বিএনপিকর্মী কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলে তা নাকচ করে দেন দেশটির ফেডারেল কোর্ট। রায়ে উল্লেখ করা হয়, ওই ব্যক্তি এমন দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেই সংগঠন বল প্রয়োগ এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাতের চেষ্টা করছে। রিভিউর আবেদন নিষ্পত্তিকালে আদালতের বিচারক বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে অভিহিত করেন।

আলমডাঙ্গার খাদিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের কর্মী সভায় এমপি ছেলুন

আলমডাঙ্গার খাদিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের আয়োজনে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১০ টার দিকে বটিয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ কর্মি সভার আয়োজন করা হয়। কর্মি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ূাদ্দার ছেলুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন জেয়ার্দ্দার বলেন, সামনে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ বলছেন সংবিধান অনুযায়ী দেশে নির্বাচন হবে,এর বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। আর বিএনপি বলছে শেখ হাসিনার অধিনে কোন নির্বাচনে তারা যাবেনা। বিএনপি ভাইদের বলি,জিয়াউর রহমান রাইফেল ধরে মানুষ হত্যা করে ক্ষমতায় আসে। মিয়া? বড় বড় কথা বলেন,২১ বছর রাজত্ব করেছেন রাইফেল ধরে। একই লোক সেনাবাহিনীর প্রধান আবার দেশের রাস্ট্রপতি, এটা পৃথিবীর কোথাও নেই। আমাদের আইন শেখান? সেদিন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করলেন, ক্ষমতা দখল করে আমাদের উপর জেল জুলুম,হত্যা করলেন। সেদিন কোথায় ছিল আইন। সেদিন কোথায় ছিল মানবাধিকার।

খাদিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি হাফিজুর রহমান বাবলুর সভাপতিত্বে কর্মীসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম টোটন জোয়াদ্দার, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সী আলমঙ্গীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস,সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদব শহিদুল ইসলাম খান, জেলা আওয়ামী যুবলীগের সাবেক আহবায়ক আরেফিন আলম রঞ্জু, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি আলাউদ্দিন হেলা, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের, আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোজাহিদুর রহমান জোয়ার্দ্দার লোটাস, সাবেক জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুর রশিদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম আসমান, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি লিয়াকত আলি লিপু মোল্লা, সাবেক প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, পৌর আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম।

ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার শিমুলের উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্নসাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, খাদেমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি মইনুদ্দিন ইলা, আমিরুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মোমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রতন আলী, আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়াদ্দার, বীরমুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর জোয়াদ্দার, খাদেমপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি সাবান মাহমুদ, লিটন মাস্টার, আসলাম, ডালিম, ইমদাদুল, মিলু, সেন্টু, বাদশা, জামাল, ১নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মজিবর রহমান, ৩

নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি ইসলাম, ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি জহিরুদ্দিন, ৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি গেদু, ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আলেহিম, ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মজিদ, ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মিরাজুল ইসলাম, ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মিনারুল ইসলাম প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা ২ আসন এলাকায় পূজা উদযাপন পরিষদের সাথে এমপি টগরে মতবিনিময়

ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই স্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের নির্বাচনী এলাকার পূজা উদযাপন নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় ও অনুদান প্রদান করলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সাংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

গতকাল সোমবার বিকাল ৫ টায় দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের দলীয় কার্যলয়ে এমপি টগরের নিজ উদ্দগ্যে এ অনুষ্টানে তিনি বলেন,সাম্প্রদায়িকতা ধোয়া তুলে যারা দেশে অরাজগতা সৃষ্টি করছে ঐক্য বদ্ধ হয়ে তাদেরকে প্রতিহিত করতে হবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের যোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের মানুষ দেশের মানুষ শান্তিতে বসবাস করছে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করে যাচ্ছেন নিরলস ভাবে। সারাদেশে উন্নয়নের বিপ্লব ঘটেছে কিন্তু জামাত- বিএনপি এ উন্নয়নের দিশাহারা হয়ে উল্টাপাল্টা কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছে ও বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বলে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে। আসন্ন দূর্গা পূজা উপলক্ষে সরকার যেমন সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে তেমনিভাবে বেসরকারিভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে অনেকেই। আসন্ন শারদীয় দৃর্গা উৎসব জাঁকজমক ভাবে শেষ হয় সেজন্য হিন্দু মুসুলমান এক সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে একসাথে কাজ করতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে থেকে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ দেশ ও জাতির

কল্যানে কাজ করতে হবে।

অনুষ্টানটি পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধরন সম্পাদক হাজী শহীদুল ইসলাম,জীবননগর উপজেলা চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু,দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফ,ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম, হযরত আলী, সৌরভ হোসেন খান, কামাল উদ্দিন, নাজিমুদ্দিন,ইয়ামিন, তাহাজ্জত হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা আবু জাফর, নজির আহমেদ, জিয়াউল হক,দামুড়হুদা উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক উত্তম কুমার দেবনাথ,জীবননগর উদযাপন কমিটির আহবায়ক সাংবাদিক নারায়ন ভৌমিক,প্রমুখ।

আলোচনা শেষে ৬০ টি মন্দিরে শাড়ি লুঙ্গি,ও নগদ অর্থ প্রদান করেন এমপি হাজী আলী আজগার টগর।

প্রতিপক্ষের হামলায় ঝিনাইদহে ইউপি সদস্য খুন, বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাট

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার মীনগ্রামে আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের আধিপত্য বিস্তারের জেরে হাবিবুর রহমান রিপন (৪৫) নামের এক ইউপি সদস্যকে পিটিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষরা।

আজ সোমবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে আবাইপুর-মীনগ্রামের সড়কে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রিপন আবাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৭নং ওয়ার্ডের মেম্বর ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক।

স্থানীয়রা জানায়, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে আবাইপুর ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন বিশ্বাস ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের

সভাপতি আবুল কালামের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। আবুল কালাম স্থানীয় সংসদ সদস্য আব্দুল হাই এর অনুসারী এবং হেলাল উদ্দিন বিশ্বাস জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম দুলালের ছোট ভাই। আবুল কালাম আজাদ শারীরিক ভাবে অসুস্থ থাকায় তার ছেলে রিপন তার দলের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলো। দুলাল বিশ্বাসের পোস্টার ছেড়াকে কেন্দ্র করে গত শুক্রবার হেলালের সমর্থকদের সাথে ইউপি সদস্য রিপনের সমর্থকদের মারামারি হয়।

এ ঘটনায় পুলিশ উভয় পক্ষের ৪ জনকে আটক করে। গতকাল রোববার রাতে ইউপি সদস্য হাবিবুর রহমান রিপন শৈলকুপা থানা থেকে মারামারির ঘটনা মিমাংসা করে ফিরছিলো। পথে মিনগ্রমের মাঠের মধ্যে এলে আগে থেকে ওৎ পেতে থাকা হেলালের সমর্থকরা তাদের গতিরোধ করে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর আহত ও যখম করে। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাত সাড়ে ৩ টার দিকে তিনি মারা যায়। এদিকে মৃত্যুর খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এস এম রাজু আহমেদ বলেন, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ঘটনাটি ঘটেছে। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এই হত্যার সাথে যারা জড়িত তাদের দ্রুত গ্রেফতার করা হবে।